দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক শিক্ষা সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাবে : জিয়া

দেশের পাঁচসালা পরিকল্পনা ও বিশ বছর মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার পাবে—এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সোমবার ঢাকায় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ১২ দিনব্যাপী কমনওয়েলথ আঞ্চলিক সেমিনার উদ্বোধন করেন।

বাসস খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট বলেন, এটা এখন উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রসারে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অনুসৃত নীতিমালা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়নের দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং বিনিয়োগের তুলনায় কম লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ও কমনওয়েলথ সচিবালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথ দেশসমূহের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন এবং অন্যান্যের মধ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান।

রাজনৈতিক পরিবর্তনে শিক্ষাব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে একথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, সে কারণেই ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যে একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই বর্তমানে আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তিনি বলেন : এক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে গ্রাম পর্যায়ে গণতন্ত্রের বিকাশে ও স্বনির্ভরতার চেতনাকে উৎসাহ দানে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করি।

তিনি বলেন, ১৯৭০-৭৪ সালে বিশ্বব্যাংক তার শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা মাত্র চার দশমিক পাঁচ ভাগ বরাদ্দ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অথচ ১৯৭৯-৮৩ সালে বিশ্বব্যাংক এই বরাদ্দ ২৪ শতাংশে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশে একটি সমাজ বিপ্লবের প্রক্রিয়া চলছে এবং শিক্ষা খাতে বড় রকমের পরিবর্তন আনা গেলেই এই বিপ্লব সফল হবে। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই আমাদের মেধা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে কারণ আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও বিদেশ থেকে যে সাহায্য আসছে তার সর্বাধিক ব্যবহারের জন্যে এটা প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যে এর পরিবর্তন

(শেষ পৃঃ ২—এর কঃ দ্রঃ)

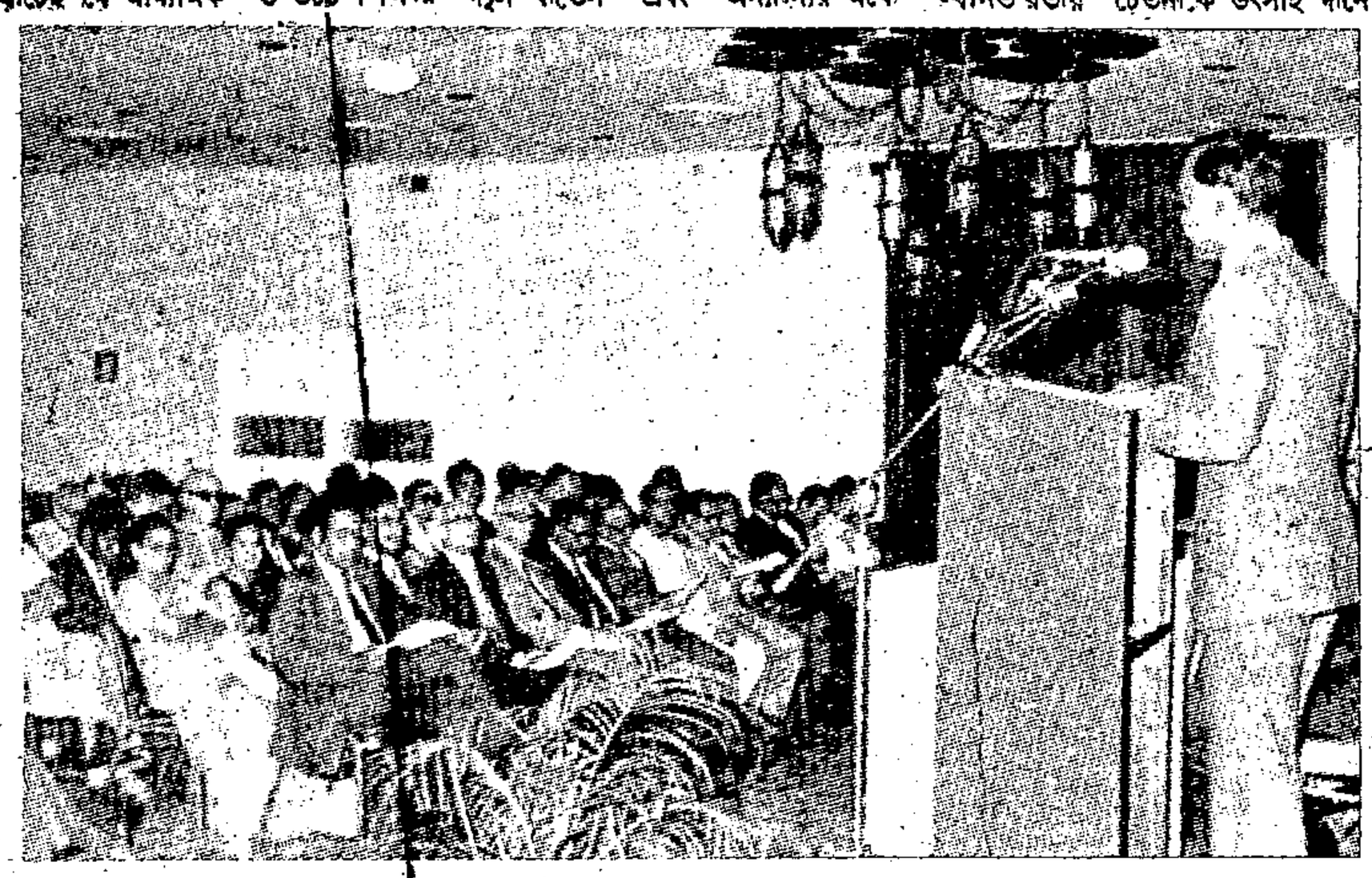

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সোমবার ঢাকায় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ১২ দিনব্যাপী কমনওয়েলথ আঞ্চলিক সেমিনারের উদ্বোধন করেন

জিয়া

(১ম পৃঃ পর)

সাধন খুবই সময় সাপেক্ষ এবং শিক্ষা সংস্কারের পথে কায়েমী স্বার্থবাদীরা বিরাট বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং প্রগতি ও অগ্রগতির স্রোতধারাকে প্রবাহিত করানোর আগে এসব বাধা অবশ্যই দূর করতে হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন রাতারাতি করা যাবে না। কিন্তু যত দ্রুত এ কাজ আমরা শুরু করতে পারব আমাদের তরুণ সমাজ ও আমাদের অর্থনীতির জন্যে তা ততই মঙ্গলজনক।

অনুষ্ঠানে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন, ১৯৮৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলে যাবার বয়সের প্রতিটি শিশু ৬৮ হাজার গ্রামের ৪০ হাজার স্কুলে একটি করে আসন দাবী করতে পারবে।

তিনি বলেন, আমাদের শিশুদের সর্বোত্তম প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি এবং প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৫০ হাজারে উন্নীত করা হবে বলে আশা করি।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শাহ আজিজ বলেন যে অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় এক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করতে ও তার সমাধানে সাহায্য করতে পারে।